গুলশানে চাঁদাবাজি:পুলিশ সদস্যদের চাকরিচ্যুত ও থানা জ্বালানোর হুমকি গ্রেফতারকৃত সমন্বয়কদের

সংগৃহীত ছবি

ঢাকার গুলশানে সাবেক সংসদ সদস্য শাম্মী আহমেদের বাসায় চাঁদাবাজির অভিযোগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের পাঁচ নেতা গ্রেপ্তার হয়েছে।আসামিরা গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ সদস্যদের চাকরিচ্যুত করা এবং থানায় আগুন দেওয়ার হুমকি দেয় বলে জানিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা। তবে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

রাজধানীর গুলশানে সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক শাম্মী আহমেদের বাসায় চাঁদাবাজির অভিযোগে গত শনিবার সন্ধ্যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের পাঁচ নেতা গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে তাদের আচরণ ছিল অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ । তারা পুলিশের চাকরি খেয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় এবং থানায় আগুন লাগানোর হুমকিও দেয় বলে অভিযোগ করেছেন অভিযানে অংশ নেওয়া পুলিশ সদস্য ও বাড়ির দারোয়ান।

LENS ASIA

গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'তাদের আমার সামনে এমন কিছু বলতে শুনিনি।' তবে তিনি স্বীকার করেন, গুলশান, বাড্ডা, বনানীসহ আশপাশের এলাকা থেকে ওই সমন্বয়কদের বিরুদ্ধে আরও চাঁদাবাজির অভিযোগ পাচ্ছেন। তবে এখনও কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি।

ঘটনার দিন রাতেই শাম্মী আহমেদের স্বামী সিদ্দিক আবু জাফর বাদী হয়ে ছয়জনের নাম উল্লেখসহ আরও ১০-১২ জন অজ্ঞাতনামাকে আসামি করে গুলশান থানায় মামলা করেন। মামলায় বলা হয়, গত ১৭ জুলাই আব্দুর রাজ্জাক (রিয়াদ) ও কাজী গৌরব (অপু) তার কাছে ৫০ লাখ টাকা ও স্বর্ণালংকার দাবি করেন। বাধ্য হয়ে জাফর ১০ লাখ টাকা পরিশোধ করেন। শনিবার ফের ৪০ লাখ টাকা দাবি করলে তিনি থানায় অভিযোগ করেন এবং পুলিশ অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। তবে কাজী গৌরব (অপু) পালিয়ে যায়।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পরিদর্শক মোখলেসুর রহমান জানান, গ্রেপ্তার পাঁচ আসামিকে আদালতে হাজির করা হলে ইব্রাহীম হোসেন মুন্না, মো. সাকাদাউন সিয়াম, সাদমান সাদাব ও আব্দুর রাজ্জাক রিয়াদকে সাত দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। বয়স কম হওয়ায় একজনকে পাঠানো হয়েছে কিশোর সংশোধনাগারে। অন্য আসামিদের ধরতে অভিযান চলছে।

এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা এক ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'এরা প্রথমবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, তবে তাদের কার্যকলাপ বহুদিনের পুরনো।' একইসঙ্গে ধৃত আব্দুর রাজ্জাক রিয়াদের 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছাত্র প্রতিনিধি' পরিচয়ের নথি ভাইরাল হয়, যা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অস্বীকার করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে গুলশানের ওই বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, বাড়িটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। শাম্মী আহমেদের স্বামী বর্তমানে বাসায় না থাকায় গণমাধ্যমকর্মীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।